সূচীপত্র

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন ঃ ৪

২। সংজ্ঞা ঃ ৪

৯। এ্যালকোহল ব্যতীত মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঃ ৭

১০। এ্যালকোহল উৎপাদন ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান ঃ ৭

১০ক। মাদকদ্রব্য ইত্যাদির হিসাব রক্ষণ।– ৮

১১। লাইসেন্স ইত্যাদি প্রদান ঃ ৮

১২। লাইসেন্স ইত্যাদি প্রদানের ব্যাপারে বিধি–নিষেধ ঃ ৯

১৩। মাদক দ্রব্যের ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে বিধি নিষেধ ঃ ৯

১৪। মাদক দ্রব্যের দোকান সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষনা করার ক্ষমতা ঃ ৯

১৬। মাদকাসক্তের চিকিৎসা ঃ ৯

১৭। মাদকাসক্তি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ ঃ ১১

১৯। ধারা ৯ এর বিধান লংঘনের দন্ড ঃ ১১

২০। মাদক দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদি রাখার দন্ড ঃ ১৩

২১। অপরাধ সংঘটনে গৃহ বা যানবাহন ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দেওয়ার দন্ড ঃ ১৩

২২। লাইসেন্স ইত্যাদি ব্যতিরেকে কাজ করিবার দন্ড ঃ ১৩

২৩। লাইসেন্স ইত্যাদির শর্ত ভঙ্গ করার দন্ড ঃ ১৪

২৫। অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা ইত্যাদির দন্ড ঃ ১৪

২৬। শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নাই, এই রকম অপরাধের দন্ড ঃ ১৪

২৭। লাইসেন্স ইত্যাদি বাতিল ঃ ১৪

২৮। লাইসেন্স ইত্যাদি সাময়িকভাবে স্থগিতকরন ঃ ১৫

২৯। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন ঃ ১৫

৩০। অপরাধ সম্পর্কে অনুমান (Presumption) ঃ ১৬

৩১। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ঃ ১৬

৩১ক। জামিন সংক্রান্ত বিধান ঃ ১৬

৩২। প্রবেশ ইত্যাদির ক্ষমতা ঃ ১৬

৩৩। বাজেয়াপ্তযোগ্য মাদক দ্রব্য ইত্যাদি ঃ ১৭

৩৪। বাজেয়াপ্তকরন পদ্ধতি ঃ ১৭

৩৫। বাজেয়াপ্ত ও আটককৃত দ্রব্যাদির নিষ্পত্তি বা বিলিবন্দেজ ঃ ১৭

৩৫ক। দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ।– ১৮

৩৬। পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশী ইত্যাদির ক্ষমতা ঃ ১৮

৩৭। দেহ তল্লাশীর জন্য বিশেষ পরীক্ষা ঃ ১৯

৩৮। আটক ইত্যাদি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করন ঃ ১৯

৩৯। মহা–পরিচালক ইত্যাদির তদন্তের ক্ষমতা ঃ ১৯

৪১। প্রকাশ্য স্থান ইত্যাদিতে আটক বা গ্রেফতারের ক্ষমতা ঃ ২০

৪২। তল্লাশী ইত্যাদির পদ্ধতি ঃ ২০

৪২ক। গোপন অভিযোগ ও নিয়ন্ত্রিত বিলি– ২০

৪২ক। অপরাধ তদন্তের সময়সীমা ঃ ২১

৪৩। পারস্পরিক সহযোগিতায় বাধ্যবাধকতা ঃ ২২

৪৪। মামলার তদন্ত হস্তান্তর ঃ ২২

৪৫। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও আটককৃত মালামাল সম্পর্কে বিধান ঃ ২৩

৪৬। ব্যাংক–হিসাব ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা ঃ ২৩

৪৭। সম্পত্তি হস্তান্তর ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঃ ২৪

৪৮। মাদকাসক্তের তালিকা ঃ ২৪

৪৯। কতিপয় লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ঃ ২৫

৫০। রাসায়নিক পরীক্ষক ও তাহার রিপোর্ট ঃ ২৫

৫১। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্মকরণ ঃ ২৫

৫৪। ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির দাবী অগ্রহণযোগ্য ঃ ২৬

’ক’ শ্রেণীর মাদকদ্রব্য ২৭

’খ’ শ্রেণীর মাদকদ্রব্য ২৮
‘গ’ শ্রেণীর মাদকদ্রব্য ২৯

মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন, ১৯৯০

(১৯৯০ সনের ২০ নং আইন)

মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন এবং মাদকসাক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন এবং মাদকসাক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্বারা নিম্মরুপ আইন করা হইল ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন ঃ

(১) এই আইন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন , ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে ।

(২) ইহা ১৩৯৬ বাংলা সালের ১৯শে পৌষ মোতাবেক ১৯৯০ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে ।

২। সংজ্ঞা ঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(ক) ”অধিদপ্তর” অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর;

(খ) ”এ্যালকোহল” অর্থ স্পিরিট এবং যে কোন ধরনের মদ [১]ওয়াইন, বিয়ার বা ০.৫% (দশমিক পাঁচ শতাংশ) এর অধিক এ্যালকোহলযুক্ত যে কোন তরল পদার্থ ইহার অর্ন্তভুক্ত হইবে;

(খখ) ”ওয়াশ” অর্থ শর্করা কিংবা শ্বেতসার সম্বলিত যে কোন বস্তুকে পানি ও অন্যান্য উপকরন সহযোগে গাঁজানোর মাধ্যমে উৎপন্ন এ্যালকোহল মিশ্রিত দ্রবণ;

(গ) ”চিকিৎসক” অর্থ Medical and Dental Council Act, 1980 (XVI of 1980) এর sccection 2 এর clause (l) ও (m) এ সংজ্ঞায়িত registered dentists ও registered medical Practitioner এবং Bangladesh Veterinary Practitioner Ordinance, 1982 (XXX of 1982) এর sccection 2(g) তে সংজ্ঞায়িত registered veterinary practitioner ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) ”ডিস্টিলারী” অর্থ এ্যালকোহল তৈরীর যে কোন কারখানা;

(ঙ) ”তফসিল” অর্থ এই আইনের সহিত সংযুক্ত যে কোন তফসিল;

(ঙঙ) “নিয়ন্ত্রিত বিলি” অর্থ এই আইনের অধীনে বিচারার্থ গ্রহনীয় অপরাধ সংঘটনে জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে, কোন মাদকদ্রব্য, উহার উৎসবস্তু, উপাদান বা মিশ্রণের বেআইনী বা সন্দেহজনক চালান, সরকারের জ্ঞাতসারে ও তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ভিতরে আনিতে, বাহিরে প্রেরণ করিতে বা মধ্য দিয়া চলাচল করিতে দেওয়ার কৌশল;

(চ) ”পারমিট” অর্থ এই আইনের অধীন প্রদত্ত পারমিট;

(ছ) ”পাস” অর্থ এই আইনের অধীন প্রদত্ত পাস;

(ছছ) “বাহন” অর্থ বিমান, মোটরযান, জলযান এবং রেলগাড়িসহ যে কোন প্রকার বাহন;

(জ) ”বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(জজ) “বিয়ার” অর্থ মল্ট, হপস সহযোগে কিংবা মল্ট বা হপস সহযোগে ব্রিউয়িং পদ্ধতিতে ব্রিউয়ারীতে প্রস্তুতকৃত অন্যূন ০.৫% (দশমিক পাঁচ শতাংশ) (ভলিউম) এ্যালকোহলযুক্ত যে কোন পানীয়;

(ঝ) ”বোর্ড” অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন বোর্ড;

(ঞ) ”ব্রিউয়ারী” অর্থ বিয়ার অথবা বিয়ারের গুনাগুন সম্পন্ন যে কোন তরল পদার্থ প্রস্তুতের কারখানা বা কেন্দ্র;

(ট) ”মহাপরিচালক” অর্থ এই আইনের অধীন নিযুক্ত মহাপরিচালক;

(ঠ) ”মাদকদ্রব্য” অর্থ প্রথম তফসিলে উল্লেখিত যে কোন দ্রব্য এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মাদকদ্রব্য বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন দ্রব্য;

(ড) ”ক- শ্রেণীর মাদকদ্রব্য”, ”খ- শ্রেণীর মাদকদ্রব্য” ও ”গ- শ্রেণীর মাদকদ্রব্য” অর্থ প্রথম তফসিলে উল্লেখিত যথাক্রমে ক- শ্রেণীর মাদকদ্রব্য, খ- শ্রেণীর মাদকদ্রব্য ও গ- শ্রেণীর মাদকদ্রব্য;

(ঢ) ”মাদকাসক্ত” অর্থ শারীরিক বা মানসিকভাবে মাদক দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি বা অভ্যাসবশে মাদক দ্রব্য ব্যবহারকারী;

---

[1] Text in blue and green indicative of amendments w.e.f. 27-11-2000 vide Act XXXIX of 2000. Text in red inserted by Act XIII of 2004 w.e.f. 11-5-2004.

(ণ) "মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র" অর্থ এই আইনের অধীন স্থাপিত বা ঘোষিত মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র ;
(ত) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ;
(থ) "স্থান" বলিতে যে কোন বাড়ী-ঘর, যানবাহন স্থিতাবস্থায় বা চলমান যে ভাবেই থাকুক না কেন, এবং বিমান বন্দর, সামুদ্রিক বন্দর ও বৈদেশিক ডাকঘর, বহিরাগমন চেক পোষ্ট ও শুল্ক ফাঁড়ি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

৩ । আইনের প্রাধান্য ঃ

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলী বাংলাদেশের সর্বত্র কার্যকর থাকিবে ।

৪ । জাতীয় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন বোর্ড প্রতিষ্ঠা ঃ

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরনকল্পে জাতীয় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন বোর্ড নামে একটি বোর্ড থাকিবে ।
(২) বোর্ড নিম্ন বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ -
(ক) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন চেয়ারম্যান;
(খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(গ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(ঘ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(ঙ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(চ) তথ্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(ছ) সমাজ কল্যান ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(জ) অর্থ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(ঝ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(ঞ) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(ট) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(ঠ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;
(ড) সচিব, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়;
(ঢ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রখ্যাত সমাজ সেবক;
(ণ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রখ্যাত লোকহিতৈষী ব্যক্তি:
(ত) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক;
(থ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক বা মনরোগ বিশেষজ্ঞ;
(দ) মহা-পরিচালক, যিনি বোর্ডের সচিবও হইবেন ।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগে যদি কোন মন্ত্রী না থাকেন, তাহা হইলে ঐ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী, যদি থাকেন, বোর্ডের সদস্য হইবেন ।
(৪) বোর্ডের কোন মনোনীত সদস্য তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় তাঁহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে ।

(৫) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে কোন মনোনীত সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন ।

৫ । বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

বোর্ডের নিম্মরুপ দায়িত্ব ও কর্তব্য *থাকিবে, যথা ঃ –*

(ক) মাদকদ্রব্য-সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া রোধকল্পে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কোন ধরনের গবেষনা বা জরীপ পরিচালনা;

(গ) মাদক দ্রব্য উৎপাদন, সরবরাহ, ব্যবহার ও নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঘ) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুণর্বাসন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) মাদক দ্রব্যের কুফল সম্পর্কে জনসাধারনকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

(ছ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ।

৬। সভা ঃ

(১) এই ধারায় অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারন করিতে পারিবে ।

(২) বোর্ডের সকল সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে ।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত বোর্ডের অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন ।

(৪) বোর্ডের মোট সদস্যের এক-চতুর্থাংশের উপস্থিতিতে উহার সভার কোরাম গঠিত হইবে ।

(৫) বোর্ড গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে বা উহাতে কোন শূন্যতা রহিয়াছে শুধুমাত্র এই কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা বে-আইনী হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না ।

৭। জাতীয় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন বোর্ড তহবিল ঃ

(১) মাদক দ্রব্য ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে জনসাধারনকে সচেতন করে এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা পুনর্বাসন করার প্রয়োজনে সরকারী সাধারন বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে বোর্ড জাতীয় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন বোর্ড তহবিল নামে একটি স্বতন্ত্র তহবিল গঠন করিতে পারিবে ।

(২) উক্ত তহবিলে নিম্মবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) কোন বিদেশী সরকার বা সংস্থা বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘঘ) ধারা ৩৫ক এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ।

(ঙ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ ।

(৩) তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখা হইবে ।

(৪) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে তহবিল রক্ষন ও উহার অর্থ ব্যয় করা যাইবে ।

(৫) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও কর্তৃপক্ষের দ্বারা তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষিত হইবে ।

(৬) তহবিল নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় বহি ও অন্যান্য দলিল নিরীক্ষা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে বোর্ডের যে কোন সদস্য এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে ।

(৭) তহবিলের হিসাব নিরীক্ষার পর নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবে ।

৮। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর ঃ

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরনকল্পে সরকার মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর স্থাপন করিবে ।

(২) বোর্ডের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অধিদপ্তর সহায়তা প্রদান করিবে এবং বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অধিদপ্তর দায়ী থাকিবে ।

৯ । এ্যালকোহল ব্যতীত মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঃ

(১) এ্যালকোহল ব্যতীত মাদকদ্রব্যের চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরন, বহন,পরিবহন, আমদানী, রপ্তানী,সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, ধারন, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরন, প্রদর্শন , প্রয়োগ ও ব্যবহার করা যাইবে না, অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহন, অর্থ বিনিয়োগ কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা বা উহার পৃষ্ঠপোষকতা করা যাইবে না ।

(২) কোন মাদকদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এই প্রকার কোন দ্রব্য বা উদ্ভিদের চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরন, বহন, পরিবহন, আমদানী, রপ্তানী, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, ধারন, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরন, প্রদর্শন,প্রয়োগ ও ব্যবহার করা যাইবেনা ।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত উপ-ধারাদ্বয়ে উল্লিখিত কোন মাদকদ্রব্য, দ্রব্য বা উদ্ভিদ কোন আইনের অধীন অনুমোদিত কোন ঔষধ প্রস্তুত শিল্পে ব্যবহার, চিকিৎসা , বা কোন বৈজ্ঞানিক গবেষনার জন্য প্রয়োজন হইলে উহা এই আইনের অধীন প্রদত্ত -

(ক) লাইসেন্সবলে চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরন, বহন, পরিবহন, আমদানী, রপ্তানী, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, ধারন, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরন, প্রদর্শন ও ব্যবহার করা যাইবে;

(খ) পারমিটবলে প্রয়োগ ও ব্যবহার করা যাইবে;

(গ) পাসবলে বহন বা পরিবহন করা যাইবে ।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন উৎপাদিত, প্রক্রিয়াজাত এবং আমদানীকৃত মাদকদ্রব্যের মোড়ক ও লেবেলের উপর উহার অপব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে সর্তকবানী স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রণ বা ছাপাংকন করিতে হইবে ।

(৫) যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত কোন জলযান, আকাশযান বা স্থলযানে জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজনে চিকিৎসকের নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সে, যদি থাকে, সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পরিমাণ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার যোগ্য মাদকদ্রব্য সংরক্ষন, বহন, পরিবহন, প্রয়োগ ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না ।

১০ । এ্যালকোহল উৎপাদন ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান ঃ

(১) এই আইনের অধীণ প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি -

(ক) কোন ডিস্টিলারী বা ব্রিউয়ারী স্থাপন করিতে পারিবেন না ;

(খ) কোন এ্যালকোহল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরন, বহন, পরিবহন, আমদানী, রপ্তানী, সরবরাহ, ক্রয়, বিক্রয়, ধারন, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরন, প্রদর্শন ও ব্যবহার করিতে পারিবেন না ।

(গ) কোন এ্যালকোহল ঔষধ তৈরীর উপাদান হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না ।

(২) এই আইনের অধীন প্রদত্ত পারমিট ব্যতীত কোন ব্যক্তি এ্যালকোহল পান করিতে পারিবেন না ; এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে অন্যূন সিভিল সার্জন বা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের কোন সহযোগী অধ্যাপকের লিখিত ব্যবস্থাপত্রের ভিত্তি ছাড়া কোন মুসলমানকে এ্যালকোহল পান করার জন্য পারমিট দেওয়া যাইবেনা;

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) মুচি, মেথর, ডোম, চা বাগানের কুলি ও উপ-জাতীয়গণ কর্তৃক তাড়ী ও পচুঁই পান করার ক্ষেত্রে এবং

(খ) রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসমূহের উপ-জাতীয়গণ কর্তক ঐতিহ্যগতভাবে প্রস্তুত মদ জেলাসমূহের উপ-জাতীয়গণ কর্তৃক পান করার ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না ।

(৩) উপ-ধারা (২) - এর অধীন প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রে যে রোগের চিকিৎসার জন্য এ্যালকোহল ব্যবহার করা আবশ্যিক সেই রোগের নাম উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্তরুপ আবশ্যকতা সম্পর্কে ব্যবস্থাপত্রে চিকিৎসকের প্রত্যয়ন থাকিতে হইবে ।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বিদেশী নাগরিক লাইসেন্সপ্রাপ্ত বার-এ বসিয়া এ্যালকোহল পান করিতে পারিবেন ।

(৫) কুটনৈতিক পাসপোর্টধারী বিদেশী নাগরিক বা শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পাসবইধারী বা প্রচলিত ব্যাগেজ রুলস-এর দ্বারা স্বীকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, ক্ষেত্র মত এ্যালকোহল আমদানী, রপ্তানী,ক্রয়,বহন,সংরক্ষন বা পানের ব্যাপারে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবেনা ।

১০ক । মাদকদ্রব্য ইত্যাদির হিসাব রক্ষণ ।-

ধারা ৯ ও ১০ এর অধীন উৎপাদিত বা, ক্ষেত্রমত, প্রক্রিয়াজাত মাদকদ্রব্য, উদ্ভিদ ও এ্যালকোহল এবং এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত উপকরণের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষন করিতে হইবে ।

১১ । লাইসেন্স ইত্যাদি প্রদান ঃ

(১) এই আইনের অধীন প্রদেয় লাইসেন্স, পারমিট ও পাস, বিধি দ্ধারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফরমে, শর্তে এবং ফিস প্রদানে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদান করা যাইবে ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লাইসেন্স, পারমিট বা পাস এর মেয়াদ উহাতে উল্লেখিত শর্তে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অথবা উহা প্রদানের তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছর শেষ হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের কোন বিধান বা লাইসেন্স বা পারমিটের শর্ত লঙ্ঘন করা না হইলে এই আইনের অধীনে প্রদত্ত সকল লাইসেন্স বা পারমিট, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে, বৎসরভিত্তিক নবায়ন করা যাইবে ।

১২। লাইসেন্স ইত্যাদি প্রদানের ব্যাপারে বিধি-নিষেধ ঃ

(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন লাইসেন্স বা পারমিট পাইবার যোগ্য হইবেন না, যদি -

(ক) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হইয়া অন্যূন তিন মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর তিন বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে, অথবা পাঁচ শত টাকার অধিক অর্থ দন্ডে দন্ডিত হন এবং দন্ডের টাকা আদায় করার পর তিন বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(খ) তিনি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক দন্ডিত হন।

(গ) তিনি এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বা পারমিটের কোন শর্ত ভঙ্গ করেন এবং সেজন্য তাহার উক্ত লাইসেন্স বা পারমিট বাতিল হইয়া যায়।

১৩। মাদক দ্রব্যের ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে বিধি নিষেধ ঃ

(১) মহা-পরিচালকের নিকট হইতে এতদদ্দুশ্যে লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন চিকিৎসক 'ক' শ্রেণীর বা 'খ' শ্রেণীর কোন মাদক দ্রব্য ঔষধ হিসাবে ব্যবস্থাপত্র দিতে পারিবেন না।

(২) চিকিৎসক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি 'গ' শেণীর কোন মাদক দ্রব্য ঔষধ হিসাবে ব্যবস্থাপত্র দিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রের ভিত্তিতে একবারের অধিক মাদক দ্রব্য ক্রয় করা যাইবে না।

১৪। মাদক দ্রব্যের দোকান সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষনা করার ক্ষমতা ঃ

(১) কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাঁহার এখতিয়ারাধীন কোন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কোন মাদক দ্রব্যের দোকান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি লিখিত আদেশ দ্বারা , অনধিক পনের দিনের জন্য উক্ত দোকান বন্ধ রাখার আদেশ দিতে পারিবেন; এবং বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এই মেয়াদ আরো ত্রিশ দিন পর্যন্ত বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত কোন আদেশের অনুলিপি অবিলম্বে মহা-পরিচালকের নিকট তাঁহার অবগতির জন্য প্রেরন করিতে হইবে।

১৫। মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, নিরাময় কেন্দ্র ইত্যাদি।- (১) এই আইনের প্রয়োজনে-

(ক) সরকার মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;

(খ) লাইসেন্সবলে বেসরকারী পার্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যাইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জেল হাসপাতালসহ কোন সরকারী হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হিসাবে ঘোষনা দিতে পারিবে।

১৬। মাদকাসক্তের চিকিৎসা ঃ

(১) যদি মহা-পরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা জানিতে পারেন যে, কোন কর্মকর্তা জানিতে পারেন যে , কোন ব্যক্তি মাদকাসক্ত হওয়ার কারনে প্রায়শঃ

অপ্রকৃতিস্থ এবঙ তাহাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনতিবিলম্বে তাহার চিকিৎসা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে মহা-পরিচালক বা উক্ত কর্মকর্তা লিখিত নোটিশ দ্বারা মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে চিকিৎসার্থ কোন উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে নিজকে সমর্পণ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন ।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লেখিত ব্যক্তি উহার মর্মার্থ বুঝিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে নোটিশটি তাহার অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়কের উপর জারী করিতে হইবে এবং যাহার উপর নোটিশটি জারী করা হইবে তিনি মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার্থ কোন চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে হাজির করিবেন ।

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে নোটিশের নির্দেশ মান্য করা না হইলে নোটিশ প্রদানকারী কর্মকর্তা, উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর, সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য মহানগর হাকিমের নিকট মাদকাসক্ত ব্যক্তির বাধ্যতামুলক চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন ।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য মহানগর হাকিম লিখিত নোটিশ দ্বারা কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে কেন বাধ্যতামুলকভাবে চিকিৎসার জন্য কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসক বা মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে পাঠানো হইবে না , তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হইয়া, নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে কারন দর্শাইবার জন্য মাদকাসক্ত ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত তাহার তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবককে নির্দেশ দিবেন ।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্দেশ পাওয়ার পর যথাসময়ে কারন দর্শানো হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য মহানগর হাকিম, অনধিক পনের দিনের মধ্যে, মাদকাসক্ত ব্যক্তি বা ক্ষেত্রমত, তাহাত্তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক বা তাহার প্রতিনিধি এবং উপ-ধারা (৩)-এ উল্লিখিত আবেদনকারীকে শুনানী দেওয়ার পর মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে, আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে বাধ্যতামুলক চিকিৎসার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন বা তাহার চিকিৎসার জন্য দাখিলকৃত আবেদনটি বাতিল করিতে পারিবেন ।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি যথাসময়ে কারন দর্শাইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য মহানগর হাকিম উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার পর মাদকাসক্ত ব্যক্তির বাধ্যতামুলক চিকিৎসার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন অথবা আবেদনটি বাতিল করিতে পারিবেন ।

(৭) উপ-ধারা (৫) বা (৬) এর অধীন চিকিৎসার জন্য আদেশ জারির সাত দিনের মধ্যে যদি মাদকাসক্ত ব্যক্তি আদেশে উল্লিখিত চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসার্থ উপস্থিত না হন বা তাহাকে উপস্থিত করানো না হয় তাহা হইলে উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আবেদনকারী কর্মকর্তা মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার্থ উক্ত চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে প্রয়োজনবোধে বল প্রয়োগ করিয়া, হাজির করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ।

(৭ক) কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে যদি তাহার পিতা, মাতা, পরিবার প্রধান বা উক্ত ব্যক্তি যাহার উপর নির্ভরশীল তিনি কোন চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসার্থে সর্মপণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির ত্রে উপ-ধারা (১) হইতে উপ-ধারা (৭) এর কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না ।

(৮) এই ধারার অধীন বাধ্যতামুলক চিকিৎসার যাবতীয় খরচ ও ব্যয় সরকার বহন করিবেন ।

(৯) এই ধারার অধীন চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে সমর্পিত ব্যক্তি ধারা ৯, ১০ বা ২২ এর অধীন মাদকদ্রব্য ব্যবহারের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে এই জন্য কোন আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হইবে না ।

১৭। মাদকাসক্তি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ ঃ

(১) যদি কোন পরিবারের কোন সদস্য মাদকাসক্ত হন, তাহা হইলে তৎসম্পর্কে উক্ত পরিবারের কর্তা বা অন্য কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মহা-পরিচালক বা তদধীন কোন কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন ।

(২) কোন চিকিৎসক যদি এইরুপ মনে করেন যে, তাহার চিকিৎসাধীন কোন ব্যক্তি মাদকাসক্ত এবং তজ্জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পরামর্শ দিবেন এবং এই চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা লিখিতভাবে মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন ।

১৮। মাদক শুল্ক ঃ

(১) দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত হারে সকল প্রকার উৎপাদিত এ্যালকোহলের উপর মাদক শুল্ক নামে এক প্রকার শুল্ক আরোপ করা হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন উৎপাদিত এ্যালকোহল রপ্তানী করা হইলে উহার উপর উক্ত মাদক শুল্ক আরোপ করা হইবে না ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত শুল্ক বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহা-পরিচালক বা তদধীন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক আদায় করা হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত খাতে উহা জমা করা হইবে ।

১৯। ধারা ৯ এর বিধান লংঘনের দন্ড ঃ

(১) কোন ব্যক্তি নিম্ম টেবিলের কলাম (২)-এ উল্লিখিত কোন মাদক দ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) বা (২) এর চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরন, প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কিত বিধান ব্যতীত কোন বিধান লংঘন করিলে, তিনি উক্ত মাদক দ্রব্যের বিপরীতে টেবিলের কলাম (৩) এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন, যথা ঃ-

টেবিল

ক্রমিক নং ১	মাদক দ্রব্যের নাম ২	দন্ড ৩
১	হেরোইন, কোকেন, এবং কোকা উদ্ভূত মাদক দ্রব্য	(ক) মাদক দ্রব্যের পরিমান অনূর্ধ্ব ২৫ গ্রাম হইলে অন্যুন ২ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড । (খ) মাদক দ্রব্যের পরিমান ২৫ গ্রামের উর্ধ্বে হইলে মৃত্যু দন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ।
২	পেথিডিন, মরফিন ও টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিলন	(ক) মাদক দ্রব্যের পরিমান অনূর্ধ্ব ১০ গ্রাম হইলে অন্যুন ২ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড । (খ) মাদক দ্রব্যের পরিমান ১০ গ্রামের উর্ধ্বে হইলে মৃত্যু দন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ।

৩	অপিয়াম, ক্যানাবিস, রেসিন বা অপিয়াম উদ্ভূত, তবে, হেরোইন ও মরফিন জাতীয় মাদক দ্রব্য ব্যতীত, মাদকদ্রব্য	(ক) মাদক দ্রব্যের পরিমান অনূর্ধ্ব ২ কেজি হইলে অন্যূন ২ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড । (খ) মাদক দ্রব্যের পরিমান ২ কেজির উর্ধ্বে হইলে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ।
৪	মেথাডন	(ক) মাদক দ্রব্যের পরিমান অনূর্ধ্ব ৫০ গ্রাম হইলে অন্যূন ২ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড । (খ) মাদক দ্রব্যের পরিমান ৫০ গ্রামের উর্ধ্বে হইলে মৃত্যু দন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ।
৫	ক- শ্রেণীর অন্যান্য মাদক দ্রব্য	অন্যূন ২ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ড ।
৬ (বিলুপ্ত)[২]	(বিলুপ্ত)	(বিলুপ্ত)
৭	গাঁজা বা যে কোন ভেষজ ক্যানাবিস	(ক) মাদক দ্রব্যের পরিমান অনূর্ধ্ব ৫ কেজি হইলে অন্যূন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড । (খ) মাদক দ্রব্যের পরিমান ৫ কেজির উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৩ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ড ।
৮	যে কোন প্রজাতির ক্যানাবিস গাছ	(ক) ক্যানাবিস গাছের সংখ্যা অনূর্ধ্ব ২৫টি হইলে অন্যূন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড । (খ) ক্যানাবিস গাছের সংখ্যা ২৫টির বেশী হইলে অন্যূন ৩ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ড ।
৯	ফেনসাইক্লিআইন, মেথাকোয়ালন, এল, এস, ডি, বারবিরেটস এ্যামফিটামিন, অথবা এইগুলির যে কোনটি দ্বারা প্রস্তুত মাদকদ্রব্য	(ক) মাদক দ্রব্যের পরিমান অনূর্ধ্ব ৫ গ্রাম হইলে অন্যূন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড । (খ) মাদক দ্রব্যের পরিমান ৫ গ্রামের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ড ।
১০	খ- শ্রেণীভূক্ত অন্যান্য মাদকদ্রব্য	অন্যূন ৬ মাস অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড
১১	গ- শ্রেণীর মাদক দ্রব্য	অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড ।

[2] Text in blue and green indicative of amendments w.e.f. 27-11-2000 vide Act XXXIX of 2000.

(২) কোন ব্যক্তি **ক** – শ্রেণীর কোন মাদক দ্রব্যের চাষাবাদ, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করিলে, তিনি অন্যুন ২ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডণীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডণীয় হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি খ ও গ – শ্রেণীর কোন মাদক দ্রব্যের চাষাবাদ, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করিলে, করিলে তিনি অন্যুন ২ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডণীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডণীয় হইবেন।

(৩ক) কোন ব্যক্তি ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এ উল্লেখিত মাদকদ্রব্যের প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কিত কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, তিনি-

(ক) ক-শ্রেণীর কোন মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে, অন্যুন ২ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;

(খ) খ-শ্রেণীর কোন মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে, অন্যুন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;

(গ) গ-শ্রেণীর কোন মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে, অন্যুন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;

(৩খ) উপ-ধারা (৩ক) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালত, অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, কোন মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীকে উক্ত উপ-ধারায় উল্লেখিত দন্ডের অতিরিক্ত হিসাবে বা উক্ত দন্ডের পরিবর্তে কোন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য প্রেরণের আদেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর টেবিল ক্রমিক নং ১১ ব্যতীত, উল্লিখিত প্রত্যেক অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট অপরাধী উহাতে উল্লিখিত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডণীয় হইবেন।

(৫) এই ধারায় উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়া দন্ড ভোগ করিবার পর যদি কোন ব্যক্তি পুনরায় উল্লিখিত কোন অপরাধ করেন তাহা হইলে উক্ত অপরাধের দন্ড মৃত্যু দন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড না হইলে, তিনি উক্ত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ যে দন্ড রহিয়াছে উহার দ্বিগুন দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

২০। মাদক দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদি রাখার দন্ড ঃ

এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত নন এইরুপ কোন ব্যক্তির নিকট বা তাহার দখলকৃত কোন স্থানে যদি মাদকদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য কোন যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম বা ওয়াশসহ অন্যান্য উপকরন পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি অন্যুন ২ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডণীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডণীয় হইবেন।

২১। অপরাধ সংঘটনে গৃহ বা যানবাহন ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দেওয়ার দন্ড ঃ

কোন ব্যক্তি যদি সজ্ঞানে এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য তাহার মালিকানাধীন বা দখলীয় কোন বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি, যানবাহন, যন্ত্রপাতি বা সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করিতে অনুমতি দেন, তাহা হইলে তিনি অনুর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন।

২২। লাইসেন্স ইত্যাদি ব্যতিরেকে কাজ করিবার দন্ড ঃ

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদেয় -

(ক) লাইসেন্স ব্যতিরেকে ধারা ৯(৩)(ক) এ উল্লিখিত কোন কিছু করেন তাহা হইলে তিনি অন্যুন ২ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ১০ বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডণীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন;

(খ) পারমিট বা পাস ব্যতিরেকে ধারা ৯(৩)(খ) বা (গ) এ উল্লিখিত কোন কিছু করেন তাহা হইলে তিনি অনুর্ধ্ব ২ বৎসরের কারাদন্ডে বা ৫ হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন;
(গ) লাইসেন্স ব্যতিরেকে ধারা ১০(১) এ উল্লিখিত কোন কিছু করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যুন ২ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ১০ বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডণীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন;
(ঘ) পারমিট ব্যতিরেকে ধারা ১০(২) এ উল্লিখিত কিছু করেন, তাহা হইলে তিনি অনুর্ধ্ব ২ বৎসরের কারাদন্ডে বা ৫ হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন ।

২৩। লাইসেন্স ইত্যাদির শর্ত ভঙ্গ করার দন্ড ঃ

(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত –

(ক) কোন লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করিলে তিনি অনুর্ধ্ব ৫ বৎসরের কারাদন্ডে বা অনুর্ধ্ব ১০ হাজার টাকা অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন;

(খ) পারমিট বা পাসের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে , তিনি অনুর্ধ্ব ২ বৎসরের কারাদন্ডে বা অনুর্ধ্ব ৫ হাজার টাকা অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন ।

(২) ধারা ১৩ এর অধীন মহ-পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিলে তিনি অনধিক ১ বৎসর কারাদন্ড বা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন ।২৪ । বেআইনী ও হয়রানীমুলক তল্লাশী ইত্যাদির দন্ড ঃ

যদি এই আইনের অধীন তল্লাশী, আটক বা গ্রেফতার করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন কর্মকর্তা –

(ক) সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারন ব্যতিরেকে এই আইনের অধীন তল্লাশীর নামে কোন স্থানে প্রবেশ করেন ও তল্লাশী চালান;

(খ) অযথা বা হয়রানীমুলকভাবে এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন বস্তু তল্লাশী করিবার নামে কোন ব্যাক্তির কোন সম্পদ আটক করেন;

(গ) অযথা বা হয়রানীমুলক কোন ব্যক্তিকে তল্লাশী করেন বা গ্রেফতার করেন;

তাহা হইলে অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদন্ডে বা অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।

২৫। অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা ইত্যাদির দন্ড ঃ

কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে কাহাকেও প্ররোচনা দিলে বা সাহায্য করিলে বা কাহারো সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা গ্রহন করিলে, অপরাধ সংঘটিত হউক বা না হউক, তিনি অন্যুন ৩ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন ।

২৬। শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নাই, এই রকম অপরাধের দন্ড ঃ

কোন ব্যক্তি যদি এই আইন বা বিধির এমন কোন বিধান লংঘন করেন যাহার জন্য উহাতে স্বতন্ত্র কোন দন্ডের ব্যবস্থা নাই, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনুর্ধ্ব ১ বৎসর কারাদন্ডে বা অনুর্ধ্ব ৫ হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন ।

২৭। লাইসেন্স ইত্যাদি বাতিল ঃ

(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে প্রদত্ত লাইসেন্স, পারমিট বা পাসের কোন শর্ত ভঙ্গ করেন, বা যদি কোন লাইসেন্স , পারমিট বা পাসধারী ব্যক্তি এই আইনের

অধীন কোন অপরাধের জন্য অথবা অন্য কোন আইনের অধীন বিচারার্থ গ্রহণীয় (Cognizable) কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হন, তাহা হইলে লাইসেন্স , পারমিট বা পাস প্রদানকারী কর্মকর্তা তাহাকে কারন দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া তাহার লাইসেন্স , পারমিট বা পাস বাতিল করিতে পারিবেন ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশের দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে –

(ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালকের অধঃস্তন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, মহাপরিচালকের নিকট;

(খ) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, সরকারের নিকট ;

আপীল করিতে পারিবেন ।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষের রায় চুড়ান্ত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবেনা ।

২৮ । লাইসেন্স ইত্যাদি সাময়িকভাবে স্থগিতকরন ঃ

(১) ধারা ২৭ -এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন লাইসেন্স , পারমিট বা পাস প্রদানকারী কোন কর্মকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে , তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোন লাইসেন্স , পারমিট বা পাসের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হইতেছেনা, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা লিখিত আদেশ দ্বারা এই আইনের অধীন অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহন সাপেক্ষে লাইসেন্স , পারমিট বা পাস অনুর্ধ্ব ষাট দিনের জন্য সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবেন ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে –

(ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালকের অধঃস্তন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, মহাপরিচালকের নিকট;

(খ) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, সরকারের নিকট ;

আপীল করিতে পারিবেন ।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষের রায় চুড়ান্ত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবেনা ।

২৯ । কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন ঃ

এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লংঘন করিয়াচেন বলিয়া গন্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমান করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ।

ব্যাখ্যা – এই ধারায় –

(ক) ”কোম্পানী” বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও সমিতি বা সংগঠনকে বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ”পরিচালক” বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে ।

৩০। অপরাধ সম্পর্কে অনুমান (Presumption) ঃ

যদি কোন ব্যক্তির নিকট বা তাহার দখলকৃত বা নিয়ন্ত্রনাধীন কোন স্থানে কোন মাদক দ্রব্য বা মাদক দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহারযোগ্য সাজ-সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি বা মাদক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু বা উপাদান পাওয়া যায় এবং যদি উহা আইনের কোন ধারা লংঘনকারী হয়, তাহা হইলে তিনি উক্ত ধারা লংঘন করিয়াছন বলিয়া আদালত অনুমান করিতে পারিবেন, এবং তিনি উহা যে করেন নাই উহা প্রমানের দায়িত্ব তাহার উপর বর্তাইবে।

৩১। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ঃ

অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দন্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহনীয় (Cognizable) অপরাধ হইবে।

[3]৩১ক। জামিন সংক্রান্ত বিধান ঃ

Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) -এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া এবং সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করিয়া আদালত কিংবা আপীল আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযুক্ত, কিংবা, ক্ষেত্রমত, দন্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে জামিন দেওয়া ন্যায় সংগত হইবে, তাহা হইলে তদমর্মে কারন লিপিবদ্ধ করিয়া আদালত,কিংবা, ক্ষেত্র মত, আপীল আদালত উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তির আদেশ দিতে পারিবে।

৩২। প্রবেশ ইত্যাদির ক্ষমতা ঃ

মহা-পরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারন বা বিশেষ ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, বিধির বিধান সাপেক্ষে –

(ক) কোন মাদক দ্রব্য লাইসেন্স বলে প্রস্তুত বা গুদামজাত করা হইয়াছে বা হইতেছে এই রকম যে কোন স্থানে যে কোন সময় প্রবেশ করিতে এবং উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(খ) লাইসেন্স বলে প্রস্তুত বা সংগৃহীত মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য যে দোকানে রাখা হইয়াছে সেই দোকানে, দোকান খোলা রাখার সাধারন সময়ে, প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(গ) দফা (ক) ও (খ) -তে উল্লিখিত স্থান বা দোকানে –

(১) রক্ষিত হিসাব বহি বা রেজিস্টার পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(২) প্রাপ্ত মাদক দ্রব্য, মাদক দ্রব্য প্রস্তুতের সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও তৈজষপত্র পরীক্ষা, ওজন ও পরিমাপ করিতে পারিবেন;

(৩) উপ-দফা (১) ও (২) এ উল্লেখিত কোন কিছু বেআইনী বা ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া গেলে বা বিবেচিত হইলে উহা আটক করিতে পারিবেন।

---

[3] Bold and italics Text in Violet indicative of amendments w.e.f. 01-12-2002, vide Act XXXII of 2002.

৩৩। বাজেয়াপ্তযোগ্য মাদক দ্রব্য ইত্যাদি ঃ

(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, যে মাদক দ্রব্য, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরন, আধার, পাত্র, মোড়ক, যানবাহন বা অন্য কোন বস্তু সম্পর্কে বা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেইগুলি বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য মাদক দ্রব্যের সহিত যদি কোন বৈধ মাদক দ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময় পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই মাদক দ্রব্য এবং উহার বিক্রিত অর্থ ও বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য যদি কোন সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কোন যানবাহন বা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবেনা।

৩৪। বাজেয়াপ্তকরন পদ্ধতি ঃ

(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচার কালে আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আটককৃত কোন বস্তু ধারা ৩৩ এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে , আদালত, অপরাধ প্রমানিত হউক বা না হউক, –

(ক) বস্তুটি মাদক দ্রব্য হইলে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিবেন;

(খ) বস্তুটি মাদক দ্রব্য না হইলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন;

(২) যদি কোন ক্ষেত্রে ধারা ৩৩ এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন বস্তু আটক করা হয় কিন্তু উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে পাওয়া না যায় তাহা হইলে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, যিনি বস্তুটি আটককারী কর্মকর্তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হইবেন, লিখিত আদেশ দ্বারা উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত *থাকে যে*, উক্তরুপ বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের পুর্বে বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আপত্তি প্রদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিস জারী করিতে হইবে এবং নোটিশে উল্লিখিত সময়ের, যাহা নোটিস জারির তারিখ হইতে অন্যুন পনের দিন হইতে হইবে, আপত্তি উথাপনকারীকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে –

(ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালকের অধঃস্তন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, মহাপরিচালকের নিকট;

(খ) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, সরকারের নিকট ;

আপীল করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষের রায় চুড়ান্ত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবেনা।

৩৫। বাজেয়াপ্ত ও আটককৃত দ্রব্যাদির নিষ্পত্তি বা বিলিবন্দেজ ঃ

এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন দ্রব্যের বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যটি মহাপরিচালকের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক উহা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর বা ধ্বংস করিবার বা অন্য কোন প্রকারে উহার বিলিবন্দেজের ব্যবস্থা করিবেন।

৩৫ক । দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ ।-

(১) যে ক্ষেত্রে কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য তিন বৎসরের অধিক কারাদন্ডে দন্ডিত করেন, সেইক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা তাহার তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা লিখিত আবেদন দ্বারা উক্ত দন্ডিত ব্যক্তির সম্পদ, যাহার তালিকা আবেদন পত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে, বাজেয়াপ্তির জন্য আদালতকে অনুরোধ জানাইতে পারিবেন ।

(২) আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত তালিকায় উল্লেখিত কোন সম্পদ এই আইনের অধীন কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ড হইতে উদ্ভুত,আহরিত বা অর্জিত হইয়াছে তাহা হইলে আদালত উক্ত সম্পদ সরকারে বাজেয়াপ্তির আদেশে প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশে দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইতে পারে এমন কোন ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং তাহার শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান ব্যতীত এই ধারার অধীন কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত ব্যক্তি কোন কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হন অথবা আদালতে তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত না হন তাহা হইলে আদালত প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে একতরফা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে ।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন যদি কোন কোম্পানীর শেয়ার সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাহা হইলে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অথবা উক্ত কোম্পানীর সংঘবিধি (Articles of Association) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন উক্ত শেয়ার সরকারের নামে নিবন্ধিত হইবে ।

(৪) এই ধারার অধীন যদি কোন সম্পদ সরকারে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে আদালত উক্ত সম্পদ যাহার দখলে বা অধিকারে আছে তাহাকে উহার দখল উপ-ধারা (৬) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসক বা আদালত হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রত্যর্পণ বা হস্তান্তরের নির্দেশ দিতে পারিবে ।

(৫) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানান বা ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আদালত উক্ত সম্পদ যে জেলায় অবস্থিত সেখানকার পুলিশ সুপারকে উক্ত সম্পদের দখল লাভের উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (৬) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসককে পুলিশি সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং উক্ত নির্দেশ পালন করিতে পুলিশ সুপার বাধ্য থাকিবে ।

(৬) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার বিবেচনায় উপযুক্ত কোন সরকারী কর্মকর্তাকে এই ধারার অধীন বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের প্রশাসকের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে পারিবে ।

(৭) সরকারে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের রক্ষনাবেক্ষণ ও নিস্পত্তির জন্য সরকার যেরূপ নির্দেশ দান করিবে উপ-ধারা (৬) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসক সেইরুপ ব্যবস্থা গ্রহন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে ।

৩৬ । পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশী ইত্যাদির ক্ষমতা ঃ

(১) মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারন বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা পুলিশের উপ-পরিদর্শক বা সমমান সম্পন্ন বা তদুর্ধ্ব কোন কর্মকর্তা, কাস্টমসের পরিদর্শক বা সমমান সম্পন্ন বা তদুর্ধ্ব কোন কর্মকর্তা, বা বাংলাদেশ রাইফেলস এর অধঃস্তন বা তদুর্ধ্ব কোন

কর্মকর্তা বা কোষ্ট গার্ড বাহিনীর কোন সদস্যের এইরুপ বিশ্বাস করিবার কোন কারন থাকে যে, এই আইনের কোন অপরাধ কোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে অনুরুপ বিশ্বাসের কারন লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি যে কোন সময় –

(ক) উক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী করিতে পারিবেন এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইলে , বাধা অপসারনের জন্য দরজা জানালা ভাঙ্গাসহ যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন;

(খ) উক্ত স্থানে তল্লাশীকালে প্রাপ্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার্য মাদক দ্রব্য বা বস্তু এই আইনের অধীন আটক বা বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু এবং এই আইনের অধীন কোন অপরাধ প্রমানে সহায়ক কোন দলিল, দস্তাবেজ বা জিনিসপত্র আটক করিতে পারিবেন;

(গ) উক্ত স্থানে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তির দেহ তল্লাশী করিতে পারিবেন;

(ঘ) উক্ত স্থানে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া সন্দেহে গ্রেফতার করিতে পারিবেন ।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী পরিচালনা না করিলে অপরাধ সম্পর্কীয় কোন বস্তু নষ্ট বা লুপ্ত হইবার বা অপরাধী পালাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া উক্ত উপধারায় উল্লিখিত কোন কর্মকর্তার বিশ্বাস করিবার সংঘত কারন থাকিলে অনুরুপ বিশ্বাসের কারন লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত স্থানে প্রবেশ ও তল্লাশী করিতে পারিবেন ।

৩৭ । দেহ তল্লাশীর জন্য বিশেষ পরীক্ষা ঃ

এই আইনের জন্য কোন তদন্ত বা তল্লাশী পরিচালনাকালে কোন কর্মকর্তার যদি ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারন থাকে যে , কোন ব্যক্তি তাহার শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মাদক দ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইলে অনুরুপ বিশ্বাসের কারন লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি তাহাকে তাহার শরীরের এক্স-রে করিবার বা মূত্রসহ অন্য যে কোন প্রকার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিবার জন্য নিজেকে সমর্পন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং উক্ত নির্দেশ অমান্য করিলে নির্দেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা তাহাকে নির্দেশ পালনে বাধ্য করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন ।

৩৮ । আটক ইত্যাদি সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করন ঃ

এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইলে বা কোন বস্তু আটক করা হইলে , গ্রেফতারকারী বা আটককারী কর্মকর্তা তৎসম্পর্কে লিখিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবিলম্বে অবহিত করিবেন এবং প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি মহাপরিচালকের নিকট প্রেরন করিবেন ।

৩৯ । মহা-পরিচালক ইত্যাদির তদন্তের ক্ষমতা ঃ

(১) এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে মহাপরিচালকের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা থাকিবে ।

(২) সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মহাপরিচলকের অধঃস্তন কোন কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন ।

৪০ । পরোয়ানা জারীর ক্ষমতা ঃ

(১) মহা-পরিচালক অথবা সরকার হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত মহাপরিচালক অধঃস্তন কোন কর্মকর্তা অথবা কোন প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেটর যদি এইরুপ বিশ্বাস করিবার কারন থাকে যে, –

(ক) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিয়াছেন ;

(খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন বস্তু বা উহা প্রমানের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দলিল, দস্তাবেজ বা কোন প্রকার জিনিসপত্র কোন স্থানে বা ব্যক্তির নিকট রক্ষিত আছে;

তাহা হইলে অনুরুপ বিশ্বাসের কারন লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য বা উক্ত স্থানে দিনে বা রাতে যে কোন সময় তল্লাশীর জন্য পরোয়ানা জারী করিতে পারিবেন ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন পরোয়ানা যাহার নিকট পাঠানো হইবে উহা কার্যকর করিবার ব্যাপারে তাহার ধারা ৩৬-এ উল্লিখিত কর্মকর্তাদের সকল ক্ষমতা থাকিবে ।

৪১ । প্রকাশ্য স্থান ইত্যাদিতে আটক বা গ্রেফতারের ক্ষমতা ঃ

যদি ধারা ৩৬-এ উল্লিখিত কোন কর্মকর্তার এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন প্রকাশ্য স্থানে বা কোন চলমান যানবাহনে–

(ক) এই আইনের পরিপন্থী কোন মাদকদ্রব্য বা বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন বস্তু বা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ প্রমাণের সহায়ক কোন দলিল দস্তাবেজ রক্ষিত আছে, তাহা হইলে, তাহার অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত মাদকদ্রব্য, বস্তু বা দলিল দস্তাবেজ তল্লাশী করিয়া আটক করিতে পারিবেন ।

(খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনকারী বা সংঘটনে উদ্যত কোন ব্যক্তি আছেন, তাহা হইলে তাহার অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি তাহাকে আটক করিয়া তল্লাশী করিতে পারিবেন্ এবং তাহার নিকট দফা (ক)-এ উল্লিখিত মাদকদ্রব্য, বা বস্তু বা দলিল দস্তাবেজ পাওয়া গেলে তাহাকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন ।

৪২ । তল্লাশী ইত্যাদির পদ্ধতি ঃ

এই আইনের ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন জারিকৃত সকল পরোয়ানা এবং তল্লাশী, গ্রেফতার ও আটক-এর ব্যাপারে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)-এর বিধান অনুসরণ করা হইবে ।

৪২ক । গোপন অভিযোগ ও নিয়ন্ত্রিত বিলি-

(১) উপ-ধারা (২) এবং কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত চুক্তি বা সমঝোতা সাপেক্ষে, সরকার, এই আইন বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরূপ কোন আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ সম্পর্কে বাংলাদেশে বা অন্য কোথাও প্রমান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, নিয়ন্ত্রিত বিলির লিখিত অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুমোদন প্রদান করা হইবে না, যদি না সরকার-

(ক) কোন ব্যক্তিকে, যাহার পরিচিদি জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যাহাই হউক না কেন, এই বলিয়া সন্দেহে করে যে, তিনি এইরূপ কোন কাজে লিপ্ত ছিলেন বা রহিয়াছেন বা হইবার উদ্যোগ গ্রহন করিয়াছেন যাহা এই আইন বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরূপ কোন আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া পরিগণিত; এবং

(খ) এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নিয়ন্ত্রিত বিলির ব্যবস্থা এইরূপ নির্ধারিত করা হইয়াছে যে উহাতে উক্ত ব্যক্তির কাজ প্রকাশিত হইবার অথবা উক্ত কাজ সংক্রান্ত অন্য কোন প্রমাণ লাভের সুযোগ রহিয়াছে।

(৩) সরকার অনধিক তিন মাসের জন্য সময় সময় উক্ত অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত উপ-ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, নিয়ন্ত্রিত বিলি ও গোপন অভিযান চলাকালে এবং তদুদ্দেশ্যে, নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন, যথাঃ-

(ক) কোন বাহনকে বাংলাদেশে প্রবেশ বা বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে দেওয়া;

(খ) কোন বাহনে রক্ষিত কোন মাদকদ্রব্য সরবরাহ বা সংগ্রহ করিতে দেওয়া;

(গ) কোন বাহনে প্রবেশ ও তল্লাশীর জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তিসংগত শক্তি প্রয়োগ করা;

(ঘ) কোন বাহনে গোপন সংকেত দানকারী যন্ত্র (tracking device) স্থাপন করা এবং

(ঙ) যে ব্যক্তির অধিকারে বা হেফাজতে মাদকদ্রব্য রহিয়াছে তাহাকে বাংলাদেশেপ্রবেশ বা বাঙলাদেশ ত্যাগ করিতে দেওয়া।

(৫) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন গোপন অভিযান বা নিয়ন্ত্রিত বিলিতে অংশগ্রহনকারী কোন অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী, উক্ত অভিযান বা নিয়ন্ত্রিত বিলিতে অংশগ্রহণের জন্য কোন অপরাধের দায়ে দায়ী হইবেন না।

[4]**৪২ক। অপরাধ তদন্তের সময়সীমা ঃ** [5]

*(১) **Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)** -এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত -*

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতে নাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ হইলে, তাহার ধৃত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তি পনের কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; অথবা

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময় হাতেনাতে ধৃত না হইলে অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য প্রাপ্তি বা ক্ষেত্র মত মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তি ষাট কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) কোন যুক্তি সঙ্গত কারনে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা কারন লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত সাত কার্য দিবসের মধ্যে অপরাধের তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন এবং তৎসম্পর্কে কারন উল্লেখ পূর্বক তাঁহার নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ–ধারা (২) এ উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যেও তদন্ত কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময় সীমা অতিক্রান্ত হইবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্ত কার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্র মত, তদন্তের আদেশ

---

[4] Text in violet indicative of amendmends w.e.f. 01-12-2002, vide Act XXXII of 2002.

[5] ৪২ক - Same number allotted for these two consecutive sections is not a typographical mistake.

প্রদানকারী মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে মতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন ।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবার পর নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্র মত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ উক্ত অপরাধের তদন্তভার অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্তরুপে কোন অপরাধের তদন্তভার হস্তান্তর করা হইলে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা –

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতে নাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ হইলে, তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তি সাত কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবেন; অথবা

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তি ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবেন ।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময় সীমা অতিক্রান্ত হইবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে উক্তরুপ তদন্ত কার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা, কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন ।

(৬) উপ-ধারা (২) বা (৪) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন তদন্তকার্য সম্পন্ন না করার ত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা, কিংবা, ক্ষেত্র মত,তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তাই দায়ী, তাহা হইলে উহা ব্যক্তির অদক্ষতা বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা তাহার বার্ষিক গোপণীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা যাইবে ।

৪৩ । পারস্পরিক সহযোগিতায় বাধ্যবাধকতা ঃ

এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ব্যাপারে অনুরুদ্ধ হইলে ধারা ৩৬-এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ, ডাক বিভাগের কর্মকর্তাগন এবং আনসার বাহিনী, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ও গ্রাম পুলিশের সদস্যগণ পরস্পরকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন ।

৪৪ । মামলার তদন্ত হস্তান্তর ঃ

এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকালীন সময়ে যদি মহা-পরিচালক লিখিতভাবে অনুরোধ জানান, তাহা হইলে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন কর্মকর্তার নিকট তদন্তকার্য হস্তান্তর করিবেন এবং যে কর্মকর্তার নিকট উক্ত তদন্ত কার্য হস্তান্তর করা হইবে তিনি প্রয়োজনবোধে শুরু হইতে বা যে পর্যায়ে তদন্ত কার্য হস্তান্তর হইয়াছে সে পর্যায় হইতে তদন্ত কার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং তদন্ত শেষে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

৪৫। **গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও আটককৃত মালামাল সম্পর্কে বিধান ঃ**

(১) ধারা ৪০-এর অধীন জারিকৃত কোন পরোয়ানার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে এবং আটককৃত বস্তুটিকে অনতিবিলম্বে পরোয়ানা প্রদানকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কোন পুলিশ কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তা ধারা ৩৬ এবং ৪১ এর অধীন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিলে বা কোন বস্তু আটক করিলে তিনি অনতিবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে বা আটককৃতবস্তুটিকে নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা *অথবা* ধারা ৩৯-এর অধীন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিকটস্থ কোন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২)-এর অধীন কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে যে কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইবে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব উক্ত ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে আইনানুগ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন আটককৃত কোন বস্তুর যদি, কোন কারনে, তাৎক্ষনিক বিলিবন্দেজ অপরিহার্য হয় অথবা উহা বহন বা স্থানান্তরের অযোগ্য হয় তাহা হইলে উক্ত বস্তু , উপযুক্ত নমুনা সংরক্ষণ সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য কোন প্রকারে উহার বিলিবন্দেজ করা যাইবে।

৪৬। **ব্যাংক-হিসাব ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা ঃ**

(১) যদি মহা-পরিচালক বা তদধীন কোন কর্মকর্তার এইরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত জড়িত থাকিয়া অবৈধ অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহে লিপ্ত আছেন এবং উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধান অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তাহার ব্যাংক হিসাব বা আয়কর বা সম্পদকর সম্পর্কীয় রেকর্ডপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন তাহা হইলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত হিসাব বা রেডর্কপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার এবং প্রয়োজন মনে করিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নিষ্ক্রিয়করনের (Freezing - এর) অনুমতি প্রদানের জন্য সেসন জজের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।
তবে শর্ত থাকে যে, মহা-পরিচালকের অধঃস্তন কোন কর্মকর্তা উক্তরূপ আবেদন করিবার পূর্বে মহা-পরিচালকের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া এবং আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ দিয়া, সেসন জজ আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবেন এবং যদি তিনি প্রার্থীত অনুমতি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে অনুমতি প্রদান করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও কর কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অনুমতি প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে সেসন জজকে তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অবহিত করিবেন।

৪৭। সম্পত্তি হস্তান্তর ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঃ

(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকালে যদি তদন্তকারী কর্মকর্তার এইরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তির নিকট উক্ত অপরাধের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর বা অন্য কোন প্রকার লেনদেন তদন্ত কার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদানের জন্য তিনি সেসন জজের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া এবং আবেদনকারী ও যাহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হইয়াছে তাহাকে শুনানীর যুক্তি সংগত সুযোগ দিয়া, সেসন জজ আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবেন এবং যদি তিনি প্রার্থীত আদেশ প্রদান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি প্রার্থীত আদেশ প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তিন মাসের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন না হইলে সেসন জজ আবেদনকারী কর্মকর্তার আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত সময় অনুর্দ্ধ তিন মাস হইলে তিনি প্রার্থীত আদেশ প্রদান করিবেন ঃ

তবে আরও শর্ত থাকে যে, উভয় পক্ষের শুনানীর পর আবেদনটির নিষ্পত্তি সাপেক্ষে বিশেষ কারণে কেবলমাত্র আবেদনকারীকে শুনানী প্রদান করিয়া সেসন জজ আবেদনটির ব্যাপারে সাময়িক আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য দায়েরকৃত কোন মামলা চলাকালীন সময়ে অভিযোগকারী যদি আদালতের নিকট এই মর্মে আবেদন করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার প্রয়োজন হইবে এবং সেই কারণে তাহার সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর বা অন্য কোন প্রকার লেনদেন মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান প্রয়োজন, তাহা হইলে আদালত উভয়পক্ষকে যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ দিয়া প্রয়োজনবোধে উক্তরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

৪৮। মাদকাসক্তের তালিকা ঃ

(১) মাদকাসক্তদের চিকিৎসার প্রয়োজনে মহা-পরিচালক তাহাদের জেলা ওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(২) কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তি বা তাহার তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক বা চিকিৎসক ইচ্ছা করিলে লিখিতভাবে মহা-পরিচালকের নিকট তাহার নাম উপ-ধারা (১)-এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকায় অন্তর্ভূক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহা-পরিচালক তাহার নাম তালিকাভুক্ত করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন তালিকাভুক্ত মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য বোর্ড যতদূর সম্ভব যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪৯। কতিপয় লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ঃ

(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা-২৪ ব্যতীত কোন ধারায় দন্ডপ্রাপ্ত হইলে অথবা ধারা ১৬ এর অধীন বাধ্যতামূলকভাবে চিকিৎসাধীন থাকিলে অথবা ধারা ৪৮-এর অধীন মাদকাসক্তের তালিকাভুক্ত হইলে তাহাকে কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা যানবাহন চালকের লাইসেন্স দেওয়া যাইবে না এবং তাহার উক্তরূপ কোন লাইসেন্স থাকিলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন ব্যক্তির লাইসেন্স বাতিল হইলে তিনি বা ক্ষেত্রমত, তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক লাইসেন্স বাতিল হওয়ার দিন হইতে পনের দিনের মধ্যে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্মকর্তা বা নিকটস্থ থানায় জমা দিবেন এবং যদি লাইসেন্সটি আগ্নেয়াস্ত্র -এর জন্য হয়, তাহা হইলে আগ্নেয়াস্ত্রটি তৎসহ জমা দিতে হইবে।

৫০। রাসায়নিক পরীক্ষক ও তাহার রিপোর্ট ঃ

(১) এই আইনের প্রয়োজনে সরকার মাদকদ্রব্য বা মাদকদ্রব্যের কোন উৎপাদনের রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগার স্থাপন করিতে পারিবেন এবং উহার জন্য রাসায়নিক পরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন পরিচালিত কোন কার্যক্রমের পর্যায়ে কোন বস্তুর রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন দেখা দিলে উহা উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থাপিত রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রেরন করিতে হইবে।

(৩) রাসায়নিক পরীক্ষকের স্বাক্ষরযুক্ত রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট এই আইনের অধীন কোন তদন্ত, বিচার বা অন্য কোন প্রকার কার্যক্রমে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

(৪) এই ধারার অধীন রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত যে কোন পরীক্ষাগারে এই ধারায় উল্লিখিত রাসায়নিক পরীক্ষা করা যাইবে।

৫১। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্মকরণ ঃ

এই আইনের বা কোন বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, বোর্ড বা কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৫২। বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি ঃ

এই আইনে কোন কিছু করিবার জন্য বিধান থাকা সত্বেও যদি উহার কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কি পদ্ধতিতে করা হইবে তৎসম্পর্কে কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে উক্ত কাজ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা হইবে।

৫৩। ক্ষমতা অর্পণ ঃ

মহা-পরিচালক এই আইনের অধীন তাহার কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব প্রয়োজনবোধে, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার অধঃস্তন যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন ।

৫৪। ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির দাবী অগ্রহণযোগ্য ঃ

ধারা ঃ ২৭ বা ২৮ এর অধীন প্রদত্ত আদেশের ফলে কোন লাইসেন্স, পারমিট বা পাসধারী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি তজ্জন্য অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবে না বা তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোন ফিস ফেরত চাহিতে পারিবেন না ।

৫৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

৫৬। রহিতকরণ ও হেফাজত ঃ

(১) এই আইন প্রবর্তনের সংগে সংগে Opium Act, 1857 (Ben. Act XIII of 1857), Opium Act, 1878 (1 of 1878) Excise Act,1909 (Ben. Act. V of 1909), Dangerous Drugs Act, 1930 (Act II of 1930), Opium Smoking Act, 1932 (Ben. Act X of 1932), অতঃপর উক্ত আইনগুলি বলিয়া উল্লেখিত, রহিত হইবে ।

উক্ত আইনগুলি উক্তরূপে রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে –

(ক) Department of Narcotics and Liquor, অতঃপর বিলুপ্ত ডিপার্টমেন্ট বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে ।

(খ) বিলুপ্ত ডিপার্টমেন্টের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সন্নিবদ্ধ এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অধিদপ্তরে হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে ।

(গ) বিলুপ্ত ডিপার্টমেন্টের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অধিদপ্তরে বদলী হইবেন এবং ইহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন এবং তাঁরা উক্তরূপ বদলীর পূর্বে যে শর্তে চাকুরীতে ছিলেন, সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে উহার অধীনে চাকুরীতে থাকিবেন ।

(ঘ) উক্ত আইনগুলির অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এবং মঞ্জুরীকৃত সকল লাইসেন্স পারমিট, পাস ও অনুমতি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(ঙ) বিলুপ্ত ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা মোকদ্দমা অধিদপ্তর কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৩) উক্ত আইনগুলির কোন একটির দ্বারা বা উহার অধীন আরোপিত কোন কর, শুল্ক বা ফিস বা অন্য কোন পাওনা, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে, অনাদায়ী থাকিলে উহা উক্ত আইন অনুযায়ী আদায় করা হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই ।

(৪) Excise Act, 1909 (Ben. Act V of 1909) এর অধীন প্রণীত আবগারী শুল্ক (Excise duty) সংক্রান্ত বিধিমালা এই আইনের অধীন আরোপিত মাদক শুল্ক সংক্রান্ত বিধিমালা বলিয়া গণ্য হইবে এবং মাদক শুল্ক সংক্রান্ত স্বতন্ত্র বিধিমালা প্রনীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিধিমালা, প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে, বহাল থাকিবে এবং উহাতে যেখানে যেখানে "আবগারী শুল্ক" শব্দগুলি রহিয়াছে, সেখানে অসংগতি না হইলে, "মাদক শুল্ক" পড়িতে হইবে ।

(৫) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (অধ্যাদেশ নং ১৯, ১৯৮৯) এতদ্বারা রহিত করা হইল ।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

প্রথম তফসিল

[ধারা ২(৬) দ্রষ্টব্য]

'ক' শ্রেণীর মাদকদ্রব্য

১। অপিয়াম পপি (Opium poppy) বা তৎনিঃসৃত আঠালো পদার্থ ।

২। পরিশোধিত, অপরিশোধিত, তৈরীকৃত যে কোন আফিম সহযোগে তৈরী যে কোন পদার্থ ।

৩। আফিম উদ্ভুত মাদকদ্রব্যসমূহ (Opium Derivatives) যথা ঃ মরফিন (Morphine), [৬]কোডিন (Codeine), হেরোইন (Heroin), বুপ্রেনরফাইন (Buprenorphine), থিবাইন (Thebaine), নোজকাপাইন (Noscapaine), নারকটিন (Narcotine), প্যাপাভারিন (Papavarine) ইত্যাদি এবং ইহাদের ক্ষারসমূহ ।

৪। শতকরা ০.২ এর অধিক মরফিনযুক্ত যে কোন পদার্থ ।

৫। আফিমের সমধর্মী কৃত্রিম উপায়ে তৈরী যে কোন মাদকদ্রব্য যথা ঃ পেথিডিন (Pethidine), মেপারডাইন (Mepardine), মেথাডন (Methadone), ডেসকট্রোমোরামাইড (Dextromoramide), ডাইহাইড্রোকোডিন (Dihydrocodenie),মেপারডাইন ফেনটানাইল (Meperdine Fentanyl) পেন্টাযোকাইন (Pentazocaine), হাইড্রোমরফিন (Hydromorphine), অমনোপন (Omnopone), আলফাপ্রেডাইন (Alphaprodine), ডিমেরাল (Demeral), অক্সিকোডন (Oxycodone), এট্রোফাইন (Etrophine), লোফেন্টাইনল (Lofentanyl) আলফেন্টানাইল (Alfentanyl), আলফামিথাইল ফেন্টানাইল,

---

[৬] ফেন্সিডিলের উপাদান।

(Alphamethyl Fentanyl), ৩-মিথাইন ফেন্টানাইল (3-Methyl Fentanyl), এ্যাসসিট্রোফাইন (Asscetrophine), এসিটাইল মেথাডন, (Acetylmethadol), আলফাসিটাইল মেথাডল (Alphacetyl methadol), বেটাপ্রোডাইন (Betaprodine) ইত্যাদি।

৬। কোকা পাতা, কোকেন (Cocaine), বা কোকা উদ্ভুত সকল মাদকদ্রব্য (Cocaine derivatives)।

৭। শতকরা ০.১ এর অধিক কোকেনযুক্ত যে কোন পদার্থ অথবা কোকেনের যে কোন ক্ষার।

৮। যে কোনরূপে টেট্রাহাইড্রোকেনাবিনল (Tetrahydrocanabinal), ক্যানাবিস রেসিন (Cannebis resin), চরস (Charas) বা হাশিশ (Hashis) ইত্যাদি।

৯। এফিড্রিন (Ephedrine), এরগোমেট্রিন (Ergometrine), এরগোটামিন (Ergotamine); লাইসারজিক এসিড (Lysergic acid), ১- ফেনাইল-২- প্রোপানন (1-Phenyl-2-propanone), সিউডো এফিড্রিন (Pseudoephedrine), এন-এসিটাইল এনথ্রানিলিক এসিড (N-Acetylanthranilic), আইসোস্যাফরোল (Isosafrole), ৩, ৪- মিথাইল এনডাইওক্সিফেনাইল-২-প্রোপানন (3, 4- Methylenedioxyphenyl - 2-Propanone), পিপারোনাল (Piperonal), স্যাফরোল (Safrole), এসিটিক এ্যানহাইড্রাইড (Acetic anhydride), এসিটোন (Acetone), এ্যানথ্রানিলিক এসিড (anthranilic Acid), ইথাইল ইথার (Ethyl Ether), ফিনাইলাসিটিক এসিড (Phenylacetic Acid), পিপারিডাইন (Piperidine), হাইড্রোক্লারিক এসিড (Hydrochloric), মিথাইল-ইথাইল-কিটোন (Methyl Ethyl Ketone), পটাশিয়াম পারমাংগানেট (Potassium Permanganate) সারফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid), টলুইন (Toluene)।

১০। মেসকালাইন (Mescaline)।

'খ' শ্রেণীর মাদকদ্রব্য

১। গাঁজা গাছ (Hemp plant), গাঁজা (Herbal Cannabls), ভাং, ভাং গাছ অথবা গাঁজা বা ভাংসহযোগে প্রস্তুত যে কোন পদার্থ ।

২। নেশার উৎস রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে (তামাক ব্যতীত) এমন অন্যান্য যে কোন উদ্ভিদ।

৩। এ্যালকোহল (Alchohol), সকল প্রকার মদ, রেক্টিফাইড স্পিরিট (Rectified spirit), রেক্টিফাইড স্পিরিট সহযোগে প্রস্তুত যে কোন ঔষধ বা তরল পদার্থ, ওয়াশ, বিয়ার (Beer) কিংবা ০.৫% (দশমিক পাঁচ শতাংশ)[৭] এর অধিক এ্যালকোহলযুক্ত যে কোন তরল পদার্থ।

৪। এল.এস. ডি. (LSD) কিংবা এল.এস.ডি. যুক্ত যে কোন পদার্থ।

৫। বারবিচুয়েটস (Barbiturates) বা সমগোত্রীয় যে কোন পদার্থ।

৬। এ্যামফিটামিন (Amphetamine), মিথাইল এ্যামফিটামিন (Methyl amphetamine) বা এ্যামফিটামিনযুক্ত যে কোন বস্তু।

৭। ফেনসাইক্লিডাইন (Phencyclidine), সাইলোসাইবিন (Psilocybin), নিকোকোডাইন (Nicocodine) বা এইগুলি যুক্ত যে কোন বস্তু।

---

[7] Text in blue and green indicative of amendments w.e.f. 27-11-2000 vide Act XXXIX of 2000. Text in red inserted by Act XIII of 2004 w.e.f. 11-5-2004.

৮। মেথাকোয়ালন (Methaqualone) বা মেথাকোয়ালন যুক্ত যে কোন বস্তু।

‘গ’ শ্রেণীর মাদকদ্রব্য

১। তাড়ী, পঁচুই ইত্যাদি।
২। ডিনেচার্ড স্পিরিট (Denatured spirit) বা মেথিলেটেড স্পিরিট (Methylated spirit)।
৩। ক্লোরডায়াজিপক্সাইড (Chlordiazepoxide). ডায়াজিমাপ (Diazepam), অক্সাজিপাম (Oxazepam), লোরাজিপাম (Lorazepam), ফ্লুরাজিপাম (Flurazepam), ক্লোরাজিপেট (Clorazepate) নাইট্রাজিপাম (Nitrazepam), ট্রায়াজোলাম (Triazolam), টেমাজিপাম (Temazepam) ইত্যাদি।
৪। ‘খ’ শ্রেণীতে উল্লিখিত হয় নাই এমন যে কোন সিডেটিভ, ট্রাংকুইলাইজার বা হিপনোটিক ঔষধ।
৫। ‘ক’ বা ‘খ’ শ্রেণীতে উল্লিখিত হয় নাই এমন যে কোন স্টিমুল্যান্টস (Stimulants) বা ডিপ্রেজ্যান্ট ঔষধ।

দ্বিতীয় তফসিল
(ধারা ১৮ দ্রষ্টব্য)

মাদক শুল্ক আরোপযোগ্য দ্রব্যাদির বিবরণ	**মাদক শুল্কের হার**
(১) দেশী মদ-	
(ক) চা বাগান ব্যতীত দেশের অন্যান্য সকল এলাকার জন্য	প্রতি এল.পি.জি. টাকা ৩০০.০০
(খ) চা বাগান এলাকার জন্য	প্রতি এল.পি.জি- টাকা ১৫০.০০
(২) মিথাইল এ্যালকোহল, ইথাইল এ্যালকোহল এবং এ্যাবসোলিউট এ্যালকোহল।	প্রতি এল.পি.জি- টাকা ২২৫.০০
(৩) রেকটিফাইড স্পিরিট	
(ক) Bangladesh Homeopathic Practitioners Ordinance, 1983 (XLI of 1983) এর অধীন রেজিস্ট্রিকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের লাইসেন্সের অধীন বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৮ লণ্ডন প্রুফ গ্যালন।	প্রতি এল.পি.জি- টাকা ৫০.০০
(খ) অন্যান্য	প্রতি এল.পি.জি- টাকা ২২৫.০০
(৪) বাংলাদেশে প্রস্তুত বিলাতী মদ	প্রতি এল.পি.জি-টাকা ৭৫০.০০
(৫) ডিনেচার্ড স্পিরিট	প্রতি বাল্ক গ্যালন- টাকা ৫০.০০

মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন, ১৯৯০ ।

১৯৯০ সনের ২০ নং আইন ।

(২০০৪ সনের ১১ মে পর্যন্ত সংশোধিত)